

ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-১)

‘ইসলামে নারী-পুরুষ সমান’, ‘ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীকে মুক্তি দিয়েছে, স্বাধীনতা দিয়েছে’, ‘ইসলাম নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য করে নি’, ‘ইসলামই একমাত্র নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে’ - এ জাতীয় কথা আমরা শৈশব থেকেই শুনে আসছি। এসব কথা জ্ঞান হবার পর থেকেই আমাদের শেখানো হয় যার কারণে বড় হওয়ার পর বোরখাবৃত মুসলিম নারীকে দেখেও এসব মিথ্যা বুলি আওড়াই।

কিন্তু সত্যিই কি ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে? স্বাধীনতা দিয়েছে? মানবাধিকার দিয়েছে? নারীপুরুষের সমান অধিকার ইসলাম দিয়েছে? আমার তো মনে হয় মানবাধিকার তো দুরের কথা, সমান অধিকারের ধারে কাছেও যায়নি ইসলাম। কোনো ধর্মই নারীকে মুক্তি দেয়নি, ইসলাম ও না। ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে বলে যে মতবাদটি প্রচলিত আছে তা গত ১৪০০ বছরে যতটা মুখের বুলি ততটা বাস্তব সত্য নয়। ধর্ম ব্যাপারটাই নারীমুক্তিবিরোধী। অন্য ধর্মও নারীকে মুক্তি দেয় নি এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও ইসলামের মত ‘নারীকে মুক্তি দিয়েছে’ বলে মিথ্যা বুলি আওড়াননা। কিন্তু ইসলামি চিন্তাবিদরা নিরন্তর মিথ্যা বুলি আওড়ান যে ‘ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে’। ফলশ্রুতিতে ‘ইসলাম লিঙ্গ সাম্যের ধর্ম’ এই চরম ভুল মতবাদটি আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। এই ভুল মতবাদ ভাঙতে হবে। ইসলাম যে আর দশটা ধর্মের মতই নারীকে মুক্তি দেয়নি সেটা আমি প্রমান করবো।

অনেকে হয়তো বলবেন যে আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানি না। না জেনে ইসলামের ‘অপব্যখ্যা’ দিচ্ছি। অথবা হয়তো বলবেন ইসলাম সম্পর্কে না জেনে মন্তব্য করা উচিত না অথবা বলবেন যে ইসলামকে জানো বোঝো তারপর কথা বলো। আমি কি বলছি কি লিখছি তা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি ইসলাম সম্পর্কে জানি কি না সেটা আমার আলোচনার মাধ্যমেই পাঠক-পাঠিকারা বিচার করবেন।

নারীপুরুষের সমতা অর্থাৎ লিঙ্গ সাম্যের মূল কথা হলো নারীপুরুষের সমান অধিকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সমান স্বাধীনতা, সমান মর্যাদা। কেউ কারো প্রভু নয় কিংবা অধিনস্ত নয়। সবাইকে সমান চোখে, সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে, কারো প্রতি বৈষম্য করা যাবেনা, কারো ক্ষেত্রে কম বেশি করা যাবেনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। সবাই মানুষ। নারী বা পুরুষ তাদের লৈঙ্গিক পরিচয়। লিঙ্গের ভিত্তিতে কাউকে বিবেচনা করা যাবেনা। ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই সকলকে বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু ইসলাম কি এই লিঙ্গ সাম্য স্বীকার করে? মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানে স্পষ্টভাবে বলা আছে ‘পুরুষ নারীর কর্তা/ ব্যবস্থাপক/ ভরণপোষণকারী/ নিরাপত্তাদানকারী/ পরিচালক/ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ/ তত্ত্বাবধায়ক/ প্রশাসক- কারন আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপর অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এই কারনে যে পুরুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করে.....’ [সূরা নিসা ৪:৩৪]

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে নারীর কর্তা পুরুষ। মোটকথা নারী পুরুষ সমান নয়। অর্থাৎ এটা নারীবাদের মূলনীতির বিরোধী। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য, অসমান দৃষ্টিভঙ্গি, অত্যাচার, নির্যাতনের মূল উৎস হলো পুরুষ প্রাধান্য বা পুরুষাধিপত্য। আর ইসলাম সেই বৈষম্যের বীজই বপন করেছে। শুধু তাই নয় এই আয়াতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে পুরুষই ধন-সম্পদ ব্যয় করবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুরুষের হাতেই থাকবে। নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের

উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষেরই। অথচ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীমুক্তির মূল চাবিকাঠি। কিন্তু সেই স্বাধীনতাই এখানে বলতে গেলে পরোক্ষভাবে খর্ব করা হয়েছে। এই আয়াত পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের পরোক্ষভাবে ঘরের বাইরে কাজ করতে নিষেধ করতে বা বাঁধা দিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্ত্রীর স্বাধীন চলাফেরা ও মতপ্রকাশের বাঁধা দেয়ার প্রতি প্রশ্ন দিয়েছে এই আয়াত। এই আয়াত পরার পর একজন সংকীর্ণমনা মুসলিম পুরুষ তার ঘরের বাইরে চাকরি করতে চাওয়া স্ত্রীকে বলবে ‘তুমি চাকরি করবানা, বাইরে বের হবেনা। এগুলো আমার নির্দেশ। যেহেতু আমি তোমার কর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক সেহেতু আমার নির্দেশ তোমাকে মেনে নিতে হবে।’ এজন্যই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে নারীর কোনো স্বাধীনতা নেই। সেখানকার সমাজ নারীকে ঘরের বাইরে বের হতে নিরুৎসাহিত করে, বাঁধা দেয়। এর জন্য ইসলামই দায়ি। কারন উপরোক্ত আয়াতই সমাজকে নারীর মানবাধিকার হরণ করার পরোক্ষ মদদ জুগিয়েছে।

ইসলাম নারীকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকার করে না। বরং তাকে ভোগের সামগ্রী, পণ্যদ্রব্য, মূল্যবান দাসী হিসেবেই দেখে। কারন কোরানে আছে ‘মানুষের নিকট মনোপূত করে দেয়া হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত উন্নত মানের ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং সুফলা উর্বর চাষযোগ্য ভূমি - এগুলোকে ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু করে দেয়া হয়েছে।’ [সূরা আল ইমরান ৩:১৪] হাদীসে আছে, ‘দুনিয়ার সকল কিছু ভোগের বস্তু, আর দুনিয়ার সবচাইতে উত্তম সামগ্রী নেক চরিত্রের স্ত্রী।’ অর্থাৎ নারী মানুষ না। নারী শুধুই ভোগ্য পণ্য, পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। ‘মানুষ’ বলতে ইসলাম শুধুই পুরুষকেই বোঝে। বাড়ি-ঘর, খাদ্য, বস্ত্র, জমি-জমা, শস্য প্রভৃতি যেমন সম্পত্তি তেমনি নারীও মানুষের (পুরুষের) সম্পত্তি। কোরানে আছে, *তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেমন খুশি তেমনভাবে শস্যক্ষেত্র বিচরণ করো।* [সূরা বাকারা ২:২২৩] এই আয়াতে দুটো অন্যায় হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে ‘তোমাদের স্ত্রীরা’। যখন ‘তোমাদের’ শব্দটি বলা হয় তখন

বুঝতে হবে তা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। অথচ এই আয়াতে বলা হয়েছে ‘তোমাদের স্ত্রীরা’। অর্থাৎ কোরানে বিশ্বাসী বলতে শুধু পুরুষকেই বোঝানো হচ্ছে। যদি ইসলাম লিঙ্গ সাম্য দিত তাহলে এই আয়াতটি অবশ্যই এভাবে বলা হত, ‘স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের শস্যক্ষেত্র’ এভাবে কোরানের বহু জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে ‘হে ইমানদারগন তোমরা বিয়ে কোরো অমুক স্ত্রীলোককে’, ‘হে ইমানদারগন তোমরা অমুক নারীদের বিয়ে করোনা’..... ইত্যাদি। মানুষ বা বিশ্বাসী শুধু পুরুষই। নারী নয়। বিয়ে শুধু পুরুষ মানুষেরাই করে। নারীদের বিয়ে হয়, করে না। পুরুষরা নারীদের ভোগ করবে। নারীরা পুরুষকে ভোগ করবে ভোগ করবে কিনা তা নিয়ে ইসলামের মাথা ব্যাথা নাই। বাস্তবে নারী-পুরুষ উভয়ই উভয়কে ভোগ করছে। কিন্তু কোরান হাদীসের আয়াত দেখে মনে হয় ভোগ যেন পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার। কোরানের আরো আছে, ‘সাওমের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ’ [সূরা বাকারা ২: ১৮৭] যদি ইসলাম লিঙ্গ সাম্যের ধর্ম হতো তাহলে আয়াতটিকে এভাবে বলা হতো, ‘সাওমের রাতে স্বামী-স্ত্রীর যৌন সঙ্গম বৈধ’ কিন্তু তা বলা হয়নি। কারন ইসলামের দৃষ্টিতে নারীপুরুষ সমান নয়। ‘স্ত্রী সহবাস’ কথাটি বললেই স্বীকার করে নেয়া হয় যে নারী পন্যসামগ্রী, ভোগের সামগ্রী।

ইসলামে নারীর কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা স্ত্রীর জন্য ফরয। স্ত্রী কোনোক্রমেই স্বামীর অবাধ্য হতে পারবেনা। স্বামী যদি বলে চাকরী করবানা, তা মেনে নিতে হবে। যদি বলে ঘরের বাইরে বের হবানা, পরপুরুষের সামনে যাবানা তাও মেনে নিতে হবে। কোরানেই আছে, ‘.....স্ত্রীরা যদি বিদ্রোহী ভাবধারা সম্পন্ন হয়, উশৃঙ্খল হয় তবে তাদের শাসন করো, শয্যা বর্জন করো এবং সবশেষে তাদের প্রহার করো’। সূরা নিসা ৪ : ৩৪। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে বলা হয়নি যে স্বামী উশৃঙ্খল হলে বা অবাধ্য হলে কি করতে হবে। স্বামীকে প্রহার কথা বলা হয়নি। এর কারন খুবই সুস্পষ্ট। আর তা হলো ধর্ম হলো পুরুষরচিত বিধান। এই আয়াতে

প্রহার করার কথা বলা হয়েছে তা মৃদুই হোক আর বেশীই হোক। স্বামী স্ত্রীকে ‘শাসন’ করবে, অথচ স্বামীকে স্ত্রীর শাসন করার কথা কোরান-হাদীসের একটি জায়গায় ও বলা হয়নি। ‘প্রহার’ শব্দটিই নেতিবাচক। আর নারী অবাধ্য হলে ইসলাম পুরুষকে সেই প্রহারই করতে বলেছে।

(চলবে)